গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কৃষি মন্ত্রণালয়

আইন অধিশাখা

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সরকারী সম্পত্তি উদ্ধার সংক্রান্ত "টাস্কফোর্স"এর ৫২ তম সভার কার্যবিবরণী।

১.০	সভার সভাপতি	:	জনাব মোঃ সিরাজুল হায়দার এনডিসি, অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়
২.০	সভার তারিখ ও সময়ঃ	:	০৭ জুন, ২০১৬, সকাল-১১.০০ ঘটিকা
৩.০	সভার স্থানঃ	:	কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
৪.০	সভায় উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট-ক
৫.০	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	:	

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অত:পর উপ-সচিব (আইন) আলোচ্যসূচী সভায় উপস্থাপন করেন। আলোচ্যসূচী অনুযায়ী সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সমূহ নিম্নরুপঃ

আলোচ্যসূচি- ৬.০ গত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদনঃ পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। কোন সংশোধনী প্রস্তাব পাওয়া যায়নি। সভায় কোন সংশোধনী না পাওয়ায় সর্বসম্মতিক্রমে কার্যবিবরণীটি অনুমোদন করা হয়।

আলোচ্যসূচি-৭.০

ক্র.নং	আলোচ্য বিষয়	সভার সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারি কর্তৃপক্ষ
৭.১	**কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরঃ** (০১) সোবহানবাগ হর্টিকালচার সেন্টারের ০৩.৫১ একর জমির মালিকানা দাবী করে জনৈক আ. সাত্তার ভুইয়া গং দেঃ মোঃ ২১৮/৯১ এবং তৎপরবর্তীতে সিভিল রিভিশন-৩১৪/০৫ মামলার রায় সরকারের বিপক্ষে হয়। অতঃপর সরকার কর্তৃক সিপি নং- ৪৬/১০ দায়ের করলে উক্ত সিআর মামলাটি পূনঃ শুনানীর জন্য আদেশ প্রদান করা হয়। বর্তমানে উক্ত মামলাটি কজলিস্টভূক্ত।	(ক) মামলার বাদীদেরকে প্রদত্ত দলিলে জমির মালিকদের বর্ণিত ঠিকানা যাচাই করে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় হতে যে ০৬ জনের বাড়ি পরিত্যক্ত সম্পত্তির তালিকাভুক্ত হয়েছে তা মহামান্য আদালতে উপস্থাপন নিশ্চিত করার জন্য নিয়োজিত ডিএজি'র সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে। (খ) মামলার পেপার বুক প্রস্তুতের সময় একজন কর্মকর্তা উপস্থিত থেকে সকল ডকুমেন্ট সংযোজনের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।	ডিজি, ডিএই
	(০২) সাভার হর্টিকালচার সেন্টারের জমির জাল দলিল করায় দুদক কর্তৃক বিশেষ ক্ষমতা আইনে ১১/০৮ (২২/৯০ হতে পরিবর্তিত) মামলাটির বাদী ও ততদন্তকারী কর্মকর্তা দুদক এর সহকারী পরিচালক জনাব শাহাদত হোসেন। তিনি মৃত্যুবরণ করায় মামলাটি সঠিকভাবে চালানো সম্ভব হচ্ছে না। উক্ত মামলার সিডি না পাওয়ায় নিস্পত্তি করাও সম্ভব হচ্ছে না। সভাপতি জানান যে, সংশ্লিষ্ট থানায় খোজ করে তথ্য বের করা প্রয়োজন। তিনি আরো জানান উপসচিব (আইন) দুদকে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন।	(ক) নতুন কোন তথ্য পাওয়া যায় কিনা তার জন্য সংশ্লিষ্ট থানায় যোগাযোগ করতে হবে। (খ) উপসচিব (আইন) ও ডিএই এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা দুদক অফিসে যোগাযোগ করবেন।	ডিজি, ডিএই/ উপসচিব আইন
	(০৩) সোবহানবাগ হর্টিকালচার সেন্টারের জমির মালিকানা দাবী করে জনৈক বজলুল করিম গং দেঃ মোঃ নং ৬০/৯১ এ বাদীর পক্ষে রায় হয়। পরবর্তীতে সরকার সিভিল আপীল নং-১/১২ মামলা দায়ের করলে মহামান্য আদালত নিম্ন আদালতে মোকদ্দমাটি পুন:শুনানির আদেশ দেন। ডিএই'র মালিকানা প্রমাণের লক্ষ্যে ১৯৩৫ সালের ১টি দলিল সংগ্রহের জন্য আইজিআর অফিসকে পত্র দেয়া প্রয়োজন। ডিডি (আইন) জানান যে, মামলাটির সাক্ষ্য প্রমান চলমান আছে। ১৯১৫ সালে বাদীর পিতা কর্তৃক প্রদত্ত বেআইনী দলিলের দ্বারা বিক্রয় হয়েছে কিনা, তা জানা প্রয়োজন।	(ক) ১৯৩৫ সালে এরূপ কোন দলিল সৃজন হয়নি মর্মে জেলা রেজিস্টারের কার্যালয়ের পত্রটি মহামান্য আদালতে দাখিল করতে হবে। (খ) মামলার সংশ্লিষ্ট সকল ডকুমেন্ট সংগ্রহ করে মহামান্য আদালতে দাখিল নিশ্চিত করার জন্য একজন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করতে হবে।	ডিজি, ডিএই
	(০৪) জনৈক তফিজউদ্দিন গং ১৯৩৫ সালের দলিলমূলে মালিকানা দাবী করে যুগ্ম জেলা জজ ২য় আদালত, ঢাকায় ১৭৩/০৯ মামলা দায়ের করেন। উক্ত মামলায় সোবহানবাগ হর্টিকালচার সেন্টারের ২.৪৭৫ একর জমি রয়েছে। বর্তমানে মামলায় নিষেধাজ্ঞার সাক্ষ্য চলমান আছে।	(ক) মামলার বাদীর দাখিলকৃত ১৯৩৫ সালের দলিলের কপি বের এবং সংশ্লিষ্ট সকল ডকুমেন্ট সংগ্রহ করে মহামান্য আদালতে দাখিল নিশ্চিত করতে হবে। (খ) উক্ত কাজের জন্য একজন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব দিতে হবে। প্রয়োজনে কোন ডকুমেন্ট সংগ্রহের জন্য উপ-সচিব (আইন) এর সহায়তা নেয়া যেতে পারে।	ডিজি, ডিএই

	(০৫) রাজালাখ হর্টিকালচার সেন্টারের জমির মালিকানা দাবী করে জনৈক মো: শাহেদ এর পক্ষে আম-মোক্তার নূরউদ্দীন চৌধুরী দেঃ মোঃ-১০৯৫/১২ নং দায়ের করেন। উক্ত মামলাটি যুগ্ম-জেলা জজ ২য় আদালত, ঢাকায় বিচারাধীন আছে।	(ক) লীজমানি পরিশোধ করে লীজ নবায়ন করতে হবে। (খ) মামলার সংশ্লিষ্ট সকল ডকুমেন্ট সংগ্রহ করে মহামান্য আদালতে দাখিল নিশ্চিত করতে হবে। কোন ডকুমেন্ট সংগ্রহের প্রয়োজনে মন্ত্রণালয়ের আইন অধিশাখার সহায়তা নেয়া যেতে পারে।	ডি
	(০৬) বগুড়া কৃষি অফিসের সিএস ১২১৯ দাগে ৩৫ শতক, ১২১৬ দাগে ২১.৭৫ শতক ও ১২১০ দাগে ০.০৫২৫ শতক মোট ৬২ শতক জমির মধ্যে ১২১৯ দাগের ৩৫ শতক জমির মালিকানা দাবী করে জনৈক আলমগীর দেঃ মোঃ নং-৯৭/৯৭ দায়ের করেন। সিএস ১২১৯ দাগে ৩৫ শতক জমির সরকারের পক্ষে রায় ঘোষিত হয়। বগুড়া কৃষি অফিসের সিএস ১২১৬ ও ১২১০ দাগের ক্ষতিপূরণ ও নোটিশ না পাওয়ার কারন দেখিয়ে ১৯৬৫ ও ১৯৭৮ সালে ০২ জন ব্যক্তি মোকাদ্দমা দায়ের করলে তাদের পক্ষে রায়/ ডিক্রী হয়। পরবর্তীতে ডিডি, বগুড়া ১২১৬ দাগের জমির মালিকানা দাবী করে ১৮৪/১৪ ও ১২১০ দাগের জমির মালিকানা ১৮৫/১৪ দেওয়ানী মামলা দায়ের করেন। মামলা দু'টি বর্তমানে চলমান রয়েছে। এছাড়া উক্ত দাগ দুটির জমির বিষয়ে নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টে সিভিল রুল নং-৭০(কন)/২০১৭ এবং সিপি ৩৫৪/২০১৭ দায়ের করা হয়েছে।	(ক) বগুড়া আদালতে দায়েরকৃত ১৮৪/১৪, ১৮৫/১৪ মামলাদ্বয় স্থায়ীভাবে চালানোর জন্য তৎপর থাকতে হবে। (খ) মাহামান্য হাইকোর্টে সর্বশেষ দায়েরকৃত মামলা সিভিল রুল নং-৭০(কন)/২০১৭ এবং সিপি ৩৫৪/২০১৭ যথাযথভাবে মোকাবেলা করতে হবে এবং সর্বশেষ অবস্থা কৃষি মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে।	ডিজি, ডিএই
	(০৭) বগুড়া টুইন গোডাউনের মালিকানা ফিরিয়ে পাবার নিমিত্তে ডিডি, ডিএই, বগুড়া সি. সহঃ জজ আদালত বগুড়া, দে: মো: নং-৪০৬/১২ দায়ের করেন। উক্ত মামলাটি বর্তমানে চলমান আছে। মামলার জবাব দাখিল করা হয়েছে। ডিএই প্রতিনিধি জানান জেলা প্রশাসক বগুড়া বদলির আদেশাধীন থাকার কারণে সভা আহবান দেরী হচ্ছে।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গত ৩১/১২/১৫ তারিখের ৫৪ এবং ২৯/০৯/১৬ তারিখের ১০৫ সংখ্যক পরিপত্র অনুযায়ী পরবর্তী জেলা প্রশাসকের সহযোগিতায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।	ডিজি, ডিএই
	(০৮) বগুড়া হর্টিকালচার সেন্টারের জমির মালিকানা দাবী করে ডিডি বগুড়া দেঃ মোঃ নং- ৬৬/৯৯ দায়ের করেন। উক্ত মামলাটি খারিজ হওয়ার পর ১ম আপীলের নং ২৫৫/১৫ দায়ের করার পর হাইকোর্ট বিভাগ থেকে নিম্ন আদালতের ৬৬/৯৯ মোকদ্দমার নথি চাওয়া হয়েছে বলে জানান। মামলাটি কজলিষ্টে আসে নাই।	জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত গেজেট, এল,এ কেইস নথি আছে। ডকুমেন্টসমূহ যথা সময়ে আদালতে দাখিল নিশ্চিত করতে হবে।	ডিজি, ডিএই
	(০৯) গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলার নুরবাগ হর্টিকালচার সেন্টার জমির মালিকানা দাবী করে জনৈক রানা আওয়ান গাজীপুর জেলায় যুগ্ম-জেলা-জজ ২য় আদালতে দেঃ মোঃ নং-২৩৭/২০১৪দায়ের করেন। মামলার জবাব দাখিল করা হয়েছে। বর্তমানে এসডি পর্যায়ে আছে। তাছাড়া বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন পক্ষভূক্ত হওয়ার জন্য আবেদন করেছে।	(ক) গুরুত্বপূর্ণ মামলাটির যুক্তি তর্ক উপস্থাপানসহ কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। (খ) বনশিল্পকে পক্ষভূক্ত করে তাদের পরিত্যক্ত সংক্রান্ত গেজেট আদালতে দাখিল করতে হবে।	ডিজি, ডিএই
	(১০) গাজীপুর জেলার পোড়াবাড়ি হর্টিকালচার সেন্টারের ১.৩৮ একর জমি জনৈক এসএম হাফিজ উল্যাহ ৬২ ও ৬৪ নং মোকদ্দমার রায় জালিয়াতির মাধ্যমে নামজারী করে নেয়ায় ডিডি, ডিএই কর্তৃক উক্ত জমির মালিকানা দাবী করে গাজীপুর জেলা জজ আদালতে.দেঃ মোঃ নং- ২২১/১৪ দায়ের করা হয়। একই জালিয়াতির কারণে বন বিভাগ ৩৯.৪০ একর জমির নামজারী ও জমা খারিজ বাতিলের জন্য এসি (ল্যান্ড) গাজীপুর সদর অফিসে ১০৩/১৩ নং মিস মোকদ্দমা দায়ের করে। পরবর্তীতে ডিডি, হর্টিকালচার উক্ত মামলায় পক্ষভূক্ত হয়েছে। মামলাটির শুনানী শেষ হয়েছে। একই জমি নিয়ে এডিসি (রাজস্ব), গাজীপুর অফিসে বেষ্টওয়ে গ্রুপ ১১৯/১৫ ও ১১৫/১৫ নং মিস মামলা দায়ের করেছে। মিস ১০৩/১৩ মোকদ্দমাটি আদেশের পর্যায়ে থাকলেও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক রাজস্ব অফিসে ১১৫/১৫ ও ১১৯/১৫ দায়ের করায় আদেশ স্থগিত রয়েছে। ইতোমধ্যে বন বিভাগ ১২৩১/১২ নং অপর একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা দায়ের করেছে। এছাড়াও আরো ০৩টি মামলা এডিসি (রেভিনিউ) অফিসে দায়ের করা হয়েছে। উক্ত ভূমি ডিএইকে হস্তান্তরের বিষয়ে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তিপত্র রয়েছে। উল্লেখ্য, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের দাবী অনুযায়ী জমি অধিগ্রহনের জন্য ২০১০ সালে জেলা প্রশাসক, গাজীপুরের অনুকূলে ৩ কোটি সাড়ে ১৯ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।	(ক) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(রাজস্ব), গাজীপুর কার্যালয়ে যোগাযোগ করে মামলাসমূহ দ্রুত নিস্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) উক্ত ভূমি নিয়ে সৃষ্ট দেওয়ানী মামলাসমূহ দ্রুত নিস্পত্তির উদ্যোগ নিতে হবে।	ডিজি, ডিএই

	(১১) ডিএই'র অধিগ্রহনকৃত খাগড়াছড়ি খেজুরবাগান হর্টিকালচার সেন্টারের গোলাবাড়ী অংশের ২২.০০ একর জমি স্থানীয় জেলা পরিষদ দখল করে নিয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা হলেও আমলে নিচ্ছেন না। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় হতে উদ্যোগ নেয়ার জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। কিন্তু প্রেরিত পত্রে জমির মালিকানার স্বপক্ষে কোন ডকুমেন্ট প্রেরণ করা হয়নি এবং জমি সংক্রান্তে কোন সারসংক্ষেপ প্রেরণ করা হয়নি। ফলে বর্ণিত জমির মালিকানা সংক্রান্ত কাগজপত্রসহ একটি সারসংক্ষেপ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য ডিএইকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	জমির মালিকানা সংক্রান্ত কাগজপত্রসহ একটি সারসংক্ষেপ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	ডিজি,ডিএই
	(১২) আসাদগেট হর্টিকালচার সেন্টারের জমি ১৯৫২ সন হতে কৃষি বাগান হিসেবে ডিএই'র দখলে আছে। কিন্তু উক্ত জমি গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হয় এবং আরএস ও সিটি জড়িপে উক্ত জমি গৃহ গবেষণা কেন্দ্রের নামে রেকর্ডভুক্ত হয়েছে।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বর্ণিত সার্কুলার অনুযায়ী পরিচালক, হর্টিকালচার উইং ডিএই গৃহ গবেষণা এর সাথে বৈঠক করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।	ডিজি, ডিএই
	(১৩) রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এর নিকট হতে বছর ভিত্তিক লীজ নিয়ে এবং তা' প্রতিবৎসর লীজ নবায়ন করে গুলশান হর্টিকালচার পরিচালিত হয়ে আসছে। ২০১১ সাল পর্যন্ত রাজউক লীজ মানি গ্রহণ করেছে। তারপর থেকে রাজউক কর্তৃপক্ষ লীজ নবায়ন করছে না। উক্ত জমির প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে জমি হস্তান্তরের জন্য সম্প্রসারণ উইং কর্তৃক একটি আধা-সরকারী পত্র গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করা প্রয়োজন।	(ক) উক্ত জমির প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে জমি হস্তান্তরের জন্য সম্প্রসারণ উইং এর মাধ্যমে সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় বরাবর আধা-সরকারী পত্র প্রেরণ করবে। (খ) আইন অধিশাখার সহযোগিতায় ডিএই রাজউক এর সাথে যোগাযোগ করবে। এবিষয়ে রাজউক এর সংশ্লিষ্ট পরিচালক এর সাথে আইন অধিশাখার উপসচিবের যোগাযোগ অব্যাহত থাকবে।	ডিজি, ডিএই/অতিরিক্ত সচিব, সম্প্রসারণ উইং
	(১৪) (ক) ডিএই'র উদ্ভিদ সংরক্ষণ গুদামের জন্য অধিগ্রহণকৃত যাত্রাবাড়ির ১.৪৪৭৬ একর সম্পত্তির মধ্যে ০.০৯৭৫ একর জমির মালিকানা দাবী করে জনৈক আব্দুল হাই দেঃ মোঃ নং-১৮৮/১১ দায়ের করেছেন। মামলাটি বর্তমানে চলমান আছে। (খ) উক্ত জমির মালিকানার দাবীতে জনৈক খোরশেদ আলম যুগ্ম-জেলা জজ আদালতে দেঃ মোঃ নং-৪৬৬/১৩ দায়ের করেছেন। মামলার জবাব আদালতে দাখিল করা হয়েছে। (গ) সিটি জরিপ রেকর্ড সংশোধন সংক্রান্ত ৪র্থ যুগ্ম জেলা জজ আদালতে দায়েরকৃত মোকদ্দমা নং-৫৯১/১৩ বিষয়ে সরকারি উকিলের সহযোগিতার ঘাটতি রয়েছে। তাই জিপি-কে পত্র দেয়া প্রয়োজন। সরকারি উকিলের তৎপরতা বৃদ্ধির জন্য ডিএই বিজ্ঞ জিপি-কে পত্র দিয়েছেন বলে জানান।	(ক) সরকারি বিজ্ঞ আইনজীবি অসহযোগীতার বিষয়টি জানিয়ে জেলা প্রশাসক, ঢাকাকে পত্র প্রেরণ করতে হবে। (খ) বীজাগারের জমির জন্য ৫ম সাব-জজ আদালত, ঢাকার দেঃ মোঃ নং-৫৪/১৯৭৪ এর রায় সংগ্রহ করার জন্য ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রেকর্ডরুম জেলা জজ আদালতে প্রেরণ করতে হবে। (গ) দায়েরকৃত মামলাসমূহের মধ্যে গুরুত্ব বিবেচনায় তদারকির জন্য কর্মকর্তা নিয়োগ করে তার নাম ও মোবাইল নম্বর আইন অধিশাখাকে অবহিত করতে হবে।	ডিজি, ডিএই
	(১৫) ধনিয়া বীজাগারের ০.০৮ একর জমির দখলীয় স্বত্বে মালিকানা দাবী করে জমির পার্শ্ববর্তী দোলাইপাড় উচ্চ বিদ্যালয় ৭ম সহঃ জজ আদালত, ঢাকায় টিএস নং-২২৭/১০ মামলাটি দায়ের করেন। ২য় যুগ্ম জেলা জজ আদালতের পরিবর্তিত মোকদ্দমা নং-১০১/১৬। উক্ত জমি কিভাবে পাওয়া গিয়েছে, ৫ম সাব জজ আদালতের ৫৪/১৯৭৪ এর রায়ে উল্লেখ আছে।	বীজাগারের জমির জন্য ৫ম সাব-জজ আদালত, ঢাকার দেঃ মোঃ নং-৫৪/১৯৭৪ এর রায় সংগ্রহ করার জন্য ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, রেকর্ডরুম, জেলা জজ, ঢাকা বরাবর আবেদন করতে হবে।	ডিজি, ডিএই
	(১৬) উক্ত বীজাগারের জমির সিটি জরীপে ভুল দাগ নম্বর রেকর্ড হওয়ায় উহা সংশোধনের জন্য সরকার পক্ষে ৪র্থ যুগ্ম-জজ আদালতে দেঃ মোঃ নং-৮৪৩/১১ দায়ের করা হয়েছে।	মোকদ্দমার পরবর্তী ১৪-৯-১৭ তারিখে শুনানীর তারিখ নির্ধারিত হবে বিধায় তৎপর থাকতে হবে।	ডিজি, ডিএই
	(১৭) ডিএই'র ঢাকা জেলার ডেমরা থানার দেইল্লা ও কায়েতপাড়া মৌজার ০.২৫ একর জমির মালিকানা দাবী করে সুরাইয়া ফেরদৌস রৌশন আক্তার ৪র্থ যুগ্ম জেলা জজ আদালত ঢাকায় দেঃ মোঃ নং-৩৪২/১৪ দায়ের করেন। উক্ত জমিতে প্রবেশের জন্য রাস্তা না থাকায় ব্যক্তি মালিকানার ০.০৮ একর জমি রাস্তার জন্য অধিগ্রহন প্রস্তাব কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে বলে জানান।	ডিএই তথ্য প্রেরণ করবে এবং জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্প্রসারণ উইং গ্রহণ করবে। এ ক্ষেত্রে আগে সংশ্লিষ্ট সাব রেজিষ্ট্রি অফিস থেকে উক্ত জমির বর্তমান সরকারি রেট সংগ্রহ করে বরাদ্দ চাইতে হবে।	ডিজি, ডিএই/অতিরিক্ত সচিব, সম্প্রসারণ উইং
	(১৮) ঢাকা জেলার ডেমরা থানার কায়েতপাড়ায় ০.২০ একর জমির কিছু অংশ দখলে নেই। অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের জন্য জেলা প্রশাসক, ঢাকায় উচ্ছেদের মামলা দায়ের করা প্রয়োজন।	কায়েত পাড়া মৌজার অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	ডিজি, ডিএই

	(১৯) মুন্সীগঞ্জ শহরে ডিএইর .০৮ শতক জমি মুন্সীগঞ্জ বার অবৈধভাবে দখল করে নিয়েছে। উক্ত জমি হতে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের জন্য ডিএই ব্যবস্থা গ্রহণ করার সময় মুন্সিগঞ্জ আইনজীবী সমিতি ২২/২০০৭ নং মামলা দায়ের করে। উক্ত মামলায় সরকারের পক্ষে রায় ঘোষিত হয়। বাদীগণ উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে ঢাকা জেলা জজ আদালতে দেওয়ানী আপীল মোঃ নং-২৫৩/১৬ দায়ের করেন। অতঃপর মামলাটি মুন্সিগঞ্জ জেলা জজ আদালতে স্থানান্তর করা হয় যার নম্বর ৮৪/১৬। পুনরায় উক্ত মামলা নারায়নগঞ্জ জেলায় স্থান্তারিত হয়েছে। ফলে পুনরায় ঢাকা জেলা জজ আদালতে স্থানান্তর করা প্রয়োজন।	বর্ণিত মামলাটি ঢাকা জেলা জজ আদালতে স্থানান্তরের জন্য যুক্তিসহ রিভিউ প্রস্তাব জরুরীভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	ডি
	(২০) ডিএই'র মোহাম্মদপুর কৃষি অফিসের জমি আফসার সুলতানা গং এসএ রেকর্ডীয় মালিকের ওয়ারিশের নিকট হতে ক্রয় করে সিটি জরিপে তাদের নামে রেকর্ড করে নিয়েছেন। পরবর্তীতে মালিকানা দাবী করে ২য় যুগ্ম জেলা জজ আদালতে দেঃ মোঃ নং-৩৭৯/১৬ (পরিবর্তিত) দায়ের করেন। এছাড়াও সরকার কর্তৃক দায়েরকৃত সহকারী কমিশনার ভূমি অফিসের ১৫৬/১৩ Bonafide Mistake সংক্রান্ত মিস মামলায় স্থগিতাদেশ বাতিল করা হয়েছে। ফলে এ মোকদ্দমা শুনানী করতে কোন বাধা নেই। সাক্ষ্য প্রমাণ চলমান রয়েছে।	মামলাটির বিষয়ে তৎপর থাকতে হবে।	ডিজি, ডিএই
	(২১) গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার ৪৯.২৩ একর জমির মধ্যে ৩৫.৩৩ একর জমি বিএস জরিপে ডিএই'র নামে রেকর্ড হয়েছে। প্রায় ১৪ একর জমি ভিন্ন নামে রেকর্ড হওয়ায় মোট ৯৮টি আপত্তি দাখিল করা হয়। উক্ত আপত্তির মধ্যে ৩৬টির আদেশ সরকারের পক্ষে হয় এবং ৬২ টির আদেশ সরকারের বিপক্ষে হয়। সরকারের বিপক্ষে আদেশ হওয়া ৬২টি আপত্তির বিষয়ে জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসে আপীল দায়ের করা হচ্ছে বলে জানান।	(ক) আপীল আপত্তি নিস্পত্তির জন্য জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসে যোগাযোগ রাখতে হবে। (খ) আপীল দায়ের সম্পন্ন হলে প্রয়োজনে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাসহ জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, রংপুর এর সাথে অনানুষ্ঠানিক বৈঠক করা যেতে পারে। প্রয়োজনে ডিএই মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব পাঠাবে।	ডিজি, ডিএই
	(২২) ডিএই'র ময়মনসিংহ টাউন মৌজার অফিস কাম বাসভবন নির্মাণের জন্য ১.৪৪ একর জমির মধ্যে ০.৩২ একর জমি ব্যক্তির নামে ও ০.১৫৬৮ একর জমি জেলা প্রশাসকের নামে রেকর্ড হয়েছে। উক্ত জমির (০.৫২ একর) মালিকানা দাবী করে যুগ্ম-জেলা জজ আদালত, ময়মনসিংহে ৩৬/১৪ নং মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে। সাক্ষ্য প্রমাণ চলামন। এছাড়া ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে ২৮৫/১৬ মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে যা সমন জারী পর্যায়ে আছে। ৩৬/১৪ মামলার পরবর্তী তারিখ ১৮/০৬/১৭ এবং ২৮৫/১৬ মামলার পরবর্তী তারিখ ২৭/০৭/১৮	প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংগ্রহ করে মোকদ্দমা মোকাবেলা করতে হবে।	ডিজি, ডিএই
	(২৩) উপজেলা কৃষি অফিস, দাউদকান্দির .৩০ শতক জমির মধ্যে .০৫ শতক জমি অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের জন্য জেলা প্রশাসক বরাবর দরখাস্ত দেয়া হয়েছে। দখলদার উচ্ছেদের জন্য স্থানীয় আদালতে ১৭৮০/১৫ মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে। এছাড়াও পেন্নাই মৌজার সীড ষ্টোরের ০.০৪১৫ একর জমির মধ্যে ০.০২১০ একর জমি উদ্ধারের জন্য ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে মামলা (২৬) দায়ের করা প্রয়োজন।	(ক) চূড়ান্ত রেকর্ড প্রকাশের পর পেন্নাই মৌজার সীড স্টোরের জমির জন্য ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে মোকদ্দমা করতে হবে। (খ) আপীল মোকদ্দমার রায় পাওয়ার পর বেদখলীয় জমির দখল উদ্ধার করতে হবে।	ডিজি, ডিএই
	(২৪) লক্ষীপুর সদর উপজেলায় ডিএই'র ৫৫ বছরের দখলীয় ০.০৮ একর জমি জেলা পরিষদ এলএ কেসমূলে মালিকানা দাবী করে। উক্ত বীজাগারের কক্ষটি জেলা পরিষদ কর্তৃক স্থানীয় বণিক সমিতির নামে ইজারা প্রদান করে। ইতোমধ্যে ইজারার সময় শেষ হলেও দখলকারীগণ অদ্যাবধি কক্ষটি ছেড়ে দেননি। উক্ত জমির মালিকানা দাবী করে দেঃ মো নং-৯৪/১৩ দায়ের করা হয়েছে।	জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার ও জেলা পরিষদ লক্ষীপুরকে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর হতে পত্র প্রেরণ করতে হবে।	ডিজি, ডিএই
	(২৫) নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ এটিআই এর জমির মালিকানা দাবী করে জনৈক ব্যক্তি দেঃ মোঃ নং-২৩১/১৫ ও ২৩২/১৫ দায়ের করেছেন। অধ্যক্ষ, এটিআই, নোয়াখালী ডেই এর জমি সংক্রান্ত সভায় অনুপস্থিত ছিলেন মর্মে জানানো হয়। সেজন্য উক্ত মমিলার বিষয়ে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।	(ক) মামলা সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে আইন অধিশাখায় প্রেরণ করতে হবে। (খ) অধ্যক্ষ, এটিআই, নোয়াখালীকে শোকজ করতে হবে।	ডিজি, ডিএই
	(২৬) ফসলে কীট নাশক স্প্রে করার লক্ষ্যে ১৯৬৯ সালে জেলা প্রশাসক, নোয়াখালী'র ০১নং খতিয়ান হতে ১৫.৬৬ একর জমি এয়ারষ্ট্রীপ নির্মাণের জন্য তদানীন্তন কলোনাইজেশন অফিসার কর্তৃক ডিএইকে প্রদান করেন। পরবর্তীতে আরো ৩.২৬ একর জমি অধিগ্রহন করা হয়। আরএস রেকর্ড ১৮.৪৬ একর জমি বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের নামে ছিল। জেলা প্রশাসক, নোয়াখালীর নামে ১৬.৫৮ একর জমি ০১নং খতিয়ানে এবং ৩.২৬ একর ডিএই এর নামে রেকর্ডভূক্ত হয়। ডিএই উক্ত জমি ব্যবহার	(ক) জেলা প্রশাসক, নোয়াখালীর সাথে যোগাযোগ করে সঠিক রির্পোট দ্রুত ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। (খ) নোয়াখালী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে যুগ্ম সচিব প্রশাসন/উপসচিব	ডিজি, ডিএই

	করলেও ডিসি, নোয়াখালী কর্তৃক অদ্যাবধি মালিকানা হস্তান্তর করেননি। মালিকানা সংক্রান্ত বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভূমি মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানালে ভূমি মন্ত্রণালয় পুনঃ পরীক্ষা করে বিস্তারিত তথ্যসহ পুনঃ প্রস্তাব প্রেরণের জন্য ডিসি, নোয়াখালীকে অনুরোধ জানানো হয়। এ বিষয়ে আইন অধিশাখায় সংযুক্ত উপপরিচালক জানান যে, যেহেতু ৩.২৬ একর জমির অধিগ্রহনের বিষয়ে পূর্ববর্তী জমির নথিতে করা হয়েছে তাই নোয়াখালী জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে সংশ্লিষ্ট পর্যবেক্ষন দেখা করা প্রয়োজন।	আইন দর্শন করে সংশ্লিষ্ট তথ্য যাচাই করার প্রয়োজন আছে কিনা তা ডিএই জানাবে।	
	(২৭) নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার রামপুর ইউনিয়ন সীড ষ্টোরের জমির মালিকানা দাবী করে রামপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান সিদ্দিকুর রহমান কর্তৃক কোম্পানীগঞ্জ সহঃ জজ আদালতে দেঃ মোঃ নং-৭৩/০৯ দায়ের করেছেন।	(ক) জমির ডকুমেন্ট কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (খ) জজ কোর্টের শুনানীতে অংশগ্রহণ করতে হবে।	ডিজি, ডিএই
	(২৮) টাংগাইল ধনবাড়ী হর্টিকালচার সেন্টারের ৫.৯৯ একর জমির বিপরীতে ৫.১৩ একর জমি দখল আছে। অবশিষ্ট জমি কারা কি অবস্থায় বেদখল করেছে তা জানা এবং কোন সংস্থাকে কতটুকু জমি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে তার ডকুমেন্ট প্রয়োজন। জমি অতিরিক্ত বরাদ্দ করায় ডিএই এর জমি কম হচ্ছে। ডিডি ডিএই টাঙ্গাইল জানান কার্যক্রম অব্যাহত আছে। প্রয়োজনে ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে মামলা করা প্রয়োজন হতে পারে।	(ক) সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ প্রদান সংক্রান্ত ডকুমেন্ট কৃষি মন্ত্রণালয়ে পাঠাতে হবে। (খ) চূড়ান্ত রেকর্ড প্রকাশের পর ল্যান্ডসার্ভে ট্রাইব্যুনালে মোকদ্দমা দায়ের করতে হবে।	ডিজি, ডিএই
	(২৯) ডিএই ফরিদপুর পাট সম্প্রসারণ অফিসের ১০ শতক জমির মালিকানা দাবী করে স্থানীয় একটি বিদ্যালয় সিপিএলএ নং-১৩৬৮/১৪ দায়ের করেছেন। এ বিষয়ে ডিএই কর্তৃক দেঃ মোঃ নং-১১/১৫ দায়ের করা হয়েছে। তবে জেলা প্রশাসক ফরিদপুরকে বাদী (পক্ষভূক্ত) করা প্রয়োজন। আপীল গৃহিত হয়েছে বলে জানান।	(ক) সিপিএলএতে ডিএই পক্ষভূক্ত হবে। (খ) ১১/১৫ মোকদ্দমায় জেলা প্রশাসক, ফরিদপুরকে পক্ষেভূক্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	ডিজি, ডিএই
	(৩০) চট্টগ্রাম জেলার পূর্ব নাসিরাবাদ মৌজার ৭.০৪ একর জমি পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে কৃষি মন্ত্রণালয়ের নামে এসএ এবং বিআরএস (বিএস) রেকর্ড হয়েছে। জামিলউদ্দিন গং এর নামে মিউটেশনকৃত ৭.০৪ একর জমির নামজারী বাতিলের জন্য যুগ্ম-জেলা জজ ২য় আদালত, চট্টগ্রামে দেঃ মোঃ-৮৪/১৫ দায়ের করা হয়েছে। মামলাটি চলমান আছে। এপি কেস নং বের করা প্রয়োজন। মামলার পরবর্তী তারিখ ০৫/১০/১৭	(ক) এপি কেইস নথি সংগ্রহ করতে হবে। (খ) জামিল উদ্দিন গং এর নামে কিসের ভিত্তিতে বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে তার ডকুমেন্ট সংগ্রহ করতে হবে।	ডিজি, ডিএই
	(৩১) ডিএই'র চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলাস্থ ০.৩০ একর জমির নামজারী করা হলেও নূর আহম্মদ গং ৩১/২০০৪ অপর মামলা দায়ের করলে সরকারের পক্ষে রায় হয়। পরবর্তীতে তিনি প্রথম আপীল ২১৫/১২ দায়ের করেন।	হাইকোর্ট বিভাগে মামলাটি নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং সর্বশেষ অগ্রগতি কৃষি মন্ত্রণালয়কে জানাতে হবে।	
	(৩২) বাশখালী উপজেলার ০.১২ একর জমির বিরুদ্ধে পূর্ব মালিকের ছেলে মালিকানা দাবী করে দেঃমোঃ ৪/১৫ মামলা দায়ের করেন। কিন্তু একতরফা এ্যাডভোকেট কমিশনের রির্পোট সরকারের বিরুদ্ধে দায়ের করায় সরকার পক্ষে উহার বিরুদ্ধে রিভিশন মোকদ্দমা নং ৭৩/১৫ দায়ের করলে পুনরায় সরকারের পক্ষে রায় ঘোষিত হয়।	চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলার ০.১২ একর জমির ডকুমেন্ট খুজে বের করতে হবে। রায়ের কপি সংগ্রহ করে মন্ত্রনালয়ে পাঠাতে হবে।	ডিজি, ডিএই
	(৩৩) সিলেটে ডিএই'র অধিগ্রহণকৃত ৩.১৫ একর জমির মধ্যে ২.০০ একর জমি হাসপাতালের জন্য দখল করে নেয়া হয়েছে।। এছাড়াও উক্ত জমির মালিকানা দাবী করে জনৈক প্রদুন চন্দ্র নাথ গং বিজ্ঞ জেলা জজ আদালতে দেঃ মোঃ নং-১২২/১৩ দায়ের করেছেন। মামলাটি খারিজ আদেশ হয়েছে এবং টিএস-৩/১৫ মোকদ্দমাটি পুনর্জীবিত হয়েছে। এছাড়াও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত ২.০০ একর জমি ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ডিএই প্রতিনিধি জানান যে, ডিএই এর জমি যদি সঠিক থাকে তার জরিপ করে দেখা প্রয়োজন।	(ক) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধিগ্রহণকৃত ২.০০ একর জমির ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক উইং ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। (খ) অধিগ্রহনের গেজেট সংগ্রহ করতে হবে। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সার্ভেয়ার এর মাধ্যমে জরিপ করে ডিএই এর জমির সীমানা নির্ধারণ করতে হবে। প্রয়োজনে ডিএই হতে কর্মকর্তা সিলেট পরিদর্শন করতে পারেন।	ডিজি, ডিএই
	(৩৪) কাপাসিয়া উপজেলার চাঁদপুর ইউনিয়নের এসএও কোয়ার্টারের জমি ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক বেদখলের উপক্রম হওয়ায় জড়িতদের বিরুদ্ধে সহকারী জজ ৩য় আদালতে নং-১৬/১৪ নং নিষেধাজ্ঞা মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট অফিসার জানায় যে, দাবী অনুযায়ী ডিএই-কে কক্ষ প্রদান করা হয়েছে।	জমিসহ কক্ষ ডিএই এর নিকট হস্তান্তরের পর ডকুমেন্ট কৃষি মন্ত্রণালয়ের আইন অধিশাখায় পাঠাতে হবে।	ডিজি, ডিএই

	(৩৫) কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদি উপজেলার জমির সিপিএল এ দায়ের করা হয়েছে এবং ১১টির রেকর্ড সংশোধনী মোকদ্দমা (নং-১৬০০৮/১৪, ৫১৭৫/১৫, ৫১৮১/১৫, ৫১৮৩/১৫, ৫১৮৪/১৫, ৫১৮৫/১৫, ৫১৮৭/১৫, ৮১৩০/১৫, ৮১৩১/১৫, ৮১৩৪/১৫ এবং ৮১৮৬/১৫) ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল আদালতে দায়ের করা হয়েছে। ৩টি মোকদ্দমার একত্রে শুনানীর তারিখ-১০/০২/২০১৭। সংশ্লিষ্ট মামলার ডকুমেন্ট দ্রুত সংগ্রহ করা না হলে জমি হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। উপজেলা কৃষি অফিসার জানান যে, ৫-৬টি মামলার ডকুমেন্ট সংগ্রহ করা হয়েছে অবশিষ্ট ডকুমেন্ট সংগ্রহের কার্যক্রম অব্যাহত আছে।	(ক) সিপিএলএ দায়েরের সর্বশেষ অবস্থা মন্ত্রণালয়কে জানাতে হবে। (খ) জমির ডকুমেন্ট দ্রুত বের করতে হবে।	
	(৩৬) উপ-পরিচালকের কার্যালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খুলনা কার্যালয়টি ১৯৫৭-৫৮ সালে স্থাপিত হয়। উক্ত জমিটি পরবর্তীতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নামে রেকর্ডভূক্ত হওয়ায় তা ডিএই'র নামে হস্তান্তর করা প্রয়োজন। ডিএই প্রতিনিধি জানান যে, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তরকে পত্রে দেয়া হয়েছে।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গত ৩১/১২/১৫ তারিখের ৫৪ এবং ২৯/০৯/১৬ তারিখের ১০৫ সংখ্যক জারীকৃত পরিপত্র অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ডিজি, মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে পত্র দিতে হবে।	ডিজি, ডিএই
	(৩৭) নরসিংদী সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা নরসিংদী জেলার মাধবদী উপজেলার ডিএই'র মাধবদী সীড স্টোরের জমির মালিকানা দাবীতে স্থানীয় পৌরসভা ও জেলা পরিষদের সাথে সৃষ্ট জলিতা নিরসনের লক্ষ্যে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে একটি মামলা দায়ের করার জন্য আবেদন করা হয়েছে। মামলার নম্বর অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি বলে সভাকে অবহিত করা হয়। এল এ কেস নম্বর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে খোজ নেয়া প্রয়োজন।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ৩১/১২/১৫ ও ২৯/০৯/১৬ তারিখের তারিখের ৫৪ ও ১০৫ সংখ্যক জারীকৃত পরিপত্রের মর্মানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং আগামী ০৭ দিনের মধ্যে বিস্তারিত তথ্য লিখিতভাবে জানাতে কবে। এল এ কেসের তথ্যের জন্য ডিসি অফিসে যোগাযোগ করতে হবে।	ডিজি, ডিএই
৭.২	**বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) সংক্রান্তঃ** (০১) বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সাভার টাট্টি মৌজার ৩৩ শতক জমির মালিকানা সংক্রান্ত জটিলতায় বিএডিসি কর্তৃক দায়েরকৃত আপীল মামলা নং-১০৪০/১৩ আপাতত গৃহীত হয়েছে। সিএ ২২৫/১৬ বিচারাধীন রয়েছে। পেপারবুক তৈরির কাজ চলছে।	(ক) আপীলের জন্য প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট আইন অধিশাখা কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে সংগ্রহ করতে হবে। (খ) বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরবর্তী সভার ১ সপ্তাহ আগে জানাতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিএডিসি
	(০২) বিএডিসি কাশিমপুর কোনাবাড়ি ও আশুলিয়া'র কিছু জমি স্থানীয় স্কুল/পার্কের দখলে রয়েছে এবং গনকবাড়ী জমির কিছু অংশ জনৈক ব্যক্তির বাগানবাড়ী হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। উক্ত জমি হতে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের জন্য জেলা প্রশাসক, গাজীপুর বরাবর পত্র প্রেরণ করা প্রয়োজন।	অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করে জমির দখল নিতে হবে।গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হলে তা মন্ত্রণালয়ে পাঠাতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিএডিসি
	(০৩) ঢাকা'র গাবতলীস্থ মিরপুর ও নন্দারবাগ মৌজার মোট -১১৭.০৮ একর জমির মধ্যে ১৫.৯৭ একর জমি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামে রেকর্ড হয়েছে। কতিপয় ব্যক্তি ১.৫০ একর জমি সিটি জরিপে রেকর্ড করে নিয়েছে। সিটি জরীপের অবশিষ্ট খতিয়ান সংগ্রহ করা হয়েছে। বোনাফাইড মিসটেক পদ্ধতিতে রেকর্ড সংশোধনের দরখাস্ত জেলা প্রশাসক ঢাকার কার্যালয়ে দাখিল করা হলে এ বিষয়ে আর কোন কার্যক্রম গ্রহণ করবে না বলে ডিসি, ঢাকা জানিয়েছে।	(ক) সীমানা নির্ধারণ ও অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করতে হবে। (খ) জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে বোনাফাইড মিসটেক সংক্রান্ত পত্রের কপি কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (গ) অন্যান্য দপ্তর সংস্থার জমির বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গত ৩১/১২/১৫ তারিখের ৫৪ এবং ২৯/০৯/১৬ তারিখের ১০৫ সংখ্যক জারীকৃত পরিপত্র অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিএডিসি
	(০৪) সাভার মৌজার বিএডিসির সার গুদাম সাভার এর ৩৩ শতক জমির মধ্যে আরএস রেকর্ডে বিএডিসির নামে ২৩ শতক রেকর্ড হয়েছে। অবশিষ্ট ১০ শতক জমি ব্যক্তির নামে রেকর্ড হয়েছে। উক্ত জমি উদ্ধারের জন্য যুগ্ম-জেলা জজ, ২য় আদালত, ঢাকায় দেঃ মোঃ নং-৫৯৪/১৪ দায়ের করা হয়েছে। এছাড়াও ভাড়াটিয়া নিষেধাজ্ঞা চেয়ে দেঃ মোঃ নং-২৪৭/১৩ দায়ের করা হয়েছে। সাক্ষ্য চলমান আছে।	মামলাসমূহ যথাযথভাবে মোকাবেলা করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিএডিসি
	(০৫) বিএডিসির সার গোডাউন নির্মাণের জন্য গাজীপুর জেলার টঙ্গী থানার মরকুন মৌজায় ০.৬৬ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। উক্ত জমির অবৈধ দখল উচ্ছেদ ও রেকর্ড সংশোধনের জন্য দেঃ মোঃ যুগ্ম জেলা জজ ২য় আদালত, গাজীপুরে-২৩৯/১৫ দায়ের করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বিবাদি মৃত্যুবরণ করায় আরজি সংশোধন করার প্রস্তাব করা হয়েছে।	প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংগ্রহ করে মোকদ্দমাটি মোকাবেলা করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিএডিসি

	(০৬) বিএডিসি'র মুন্সীগঞ্জ জেলার দেওভোগ মৌজার ০.৩৩ একর মালিনানা দাবী করে রেকর্ড সংশোধনের জন্য বিএডিসি দেঃ মোঃ নং-৬৫/১৬ দায়ের করেছে। মোকদ্দমাটি মোকাবেলার জন্য জেলা প্রশাসক-কে পত্র দেয়া হয়েছে। বিএডিসির বিভিন্ন অঞ্চলের কার্যালয়ে গিয়ে সার গুদামের জন্য অধিগৃহণকৃত ৯৪ একর এবং ক্রয়কৃত ৭ একর জমির তথ্যাদি অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। জমির তথ্য প্রেরণের জন্য অঞ্চলে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে বলে জানান। ঢাকা জেলার দোহার ও নবাবগঞ্জ উপজেলার আরএস মালিকের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করা প্রয়োজন। বিএডিসি ঢাকা অঞ্চল ব্যতিত ২০ টি অঞ্চলের সার গুদাম সংক্রান্ত অধিগ্রহণ/ক্রয়কৃত জমির তালিকা এখনোও পাওয়া যায়নি।	(ক) দেওভোগ মৌজার কিছু ডকুমেন্ট আইন অধিশাখা হতে নিয়ে যেতে হবে। (খ)সার বিভাগের ঢাকা ব্যতীত ২০টি অঞ্চলের পূর্বের সার গুদামের জমির তালিকা সংগ্রহ করে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (গ) বিএডিসির দায়েরকৃত ঢাকার দোহার ও নবাবগঞ্জ উপজেলার রেকর্ড সংশোধন সংক্রান্ত মামলারসমূহ যথাযথ মোকাবেলার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আরজি সংশোধন করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিএডিসি
	(০৭) নারায়ণগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জ থানার বিএডিসির সার গোডাউনের জন্য আটি ও আজিপুর মৌজায় ৯.০৫ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারি হয়নি। গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারীর জন্য জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জকে পত্র দেয়া হয়েছে। পাওনা সমুদয় অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে। এ বিষয়ে দেঃ মোঃ নং-৪৭৯৭/০৫ এ কোন নিষেধাজ্ঞা না থাকায় বিষয়টি জেলা প্রশাসক সুরাহা করতে পারেন। জমিটি পুনরায় লীজ দেয়া হয়েছে। মামলাটি বিচারাধীন আছে।	(ক) রীট পিটিশন নং-৪৭৯৭/০৫ কজলিষ্টে আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (খ) গেজেট প্রকাশের ব্যবস্থা নিতে হবে। (গ) মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট অধিশাখা হতে জেলা প্রশাসক নারায়ণগঞ্জকে পত্র প্রেরণ করার উদ্যোগ নিতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিএডিসি/অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও উপকরণ)
	(০৮) ঢাকা জেলার দোহার উপজেলার বিএডিসির সার গোডাউন তৈরীর ০.১৬৫০ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে আরএস রেকর্ড ব্যক্তির নামে হয়। আরএস রেকর্ড সংশোধনের জন্য একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা দ্রুত দায়ের করতে হবে। কিছু ডকুমেন্ট আইন অধিশাখায় আছে	(ক) রেকর্ড সংশোধনের জন্য মোকদ্দমা দায়ের করতে হবে। (খ) আইন অধিশাখার সাথে যোগাযোগ করে ডকুমন্টে সংগ্রহ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিএডিসি
	(০৯) বিএডিসি'র বরিশাল জেলার গৌরনদী উপজেলার জমি বর্তমানে একটি সরকারী কলেজের ছাত্রাবাস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ বিষয়ে ডিসি অফিস নোটিশ প্রদান করেছে। অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের জন্য জেলা প্রশাসক-কে পত্র দেয়া প্রয়োজন।	অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের জন্য মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট উইং এর মাধ্যমে জেলা প্রশাসক-কে পত্র দিতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিএডিসি/ অতি: সচিব (প্রশা:ও উপ:)
	(১০) বিএডিসি'র বরিশাল জেলার কাউনিয়া উপজেলার কাউনিয়া মৌজার জমির মিউটেশনের জন্য একটি মামলা চলমান আছে। এছাড়াও জনৈক ব্যক্তি পূর্ব মালিকের নিকট থেকে ক্রয় করে মালিকানা দাবী করে একটি মোকদ্দমা দায়ের করেছেন। বিএডিসির ১.৯৪ একর জমিতে স্থানীয় জনগন একটি মাদ্রাসা তৈরী করেছে এবং গেজেটকে চ্যালেঞ্জ করে জনৈক ব্যক্তি রীট পিটিশন নং-১০৪৩৪/১৪ দায়ের করেছেন।	(১) মামলা দ্রুত নিস্পত্তির উদ্যোগ এবং সকল মামলা যথাযথভাবে মোকাবেলা করতে হবে। (২) অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং সকল ডকুমেন্ট কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিএডিসি
	(১১) বিজেআরআই কর্তৃক দিনাজপুর-নশিপুর ফার্মের ৮৩৩.০০ একর জমির মধ্যে ৫০.০৩ একর জমি ব্যক্তি মালিকানায় চলে গেছে। উক্ত জমির পূর্ণাঙ্গ গেজেট এবং ওসি স্যুট মামলা নং-১৬৩/৬৫ সহ মামলার সকল ডকুমেন্ট অতিদ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা প্রয়োজন। ত্রিপক্ষীয় সভা হয়েছে। কিছু বিষয়ে বিজেআরআই এবং বিএডিসির নিকট তথ্য চাওয়া হয়েছে। তথ্য পাওয়া যায়নি।	অতি দ্রুত নশিপুর ফার্মের অধিগ্রহণকৃত সম্পূর্ন জমির গেজেট, মোকদ্দমার সার্টিফাইড কপি, অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ, বিএডিসি কর্তৃক দখল গ্রহণকৃত জমির এর ডকুমেন্ট কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।	বিএডিসি/ বিজেআর আই
৭.৩	**বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিআরআরআই)ঃ** (০১) বিআরআরআই বিনেরপোতা, সাতক্ষীরা এর জমিতে কতিপয় লোক বস্তি বানিয়ে জোরপূর্বক বসবাস করছেন। জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা বারবার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করলেও উক্ত বস্তিবাসিদের উচ্ছেদ করা সম্ভব হচ্ছে না। ব্রি এর প্রতিনিধি অনুপস্থিত।	(ক) অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের জন্য তাগিদ দিতে হবে এবং সকল প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে। (খ) ব্রি এর প্রতিনিধি অনুপস্থিত থাকার কারণ ভ্যাখ্য করতে হবে।	ডিজি, ব্রি
৭.৪	**বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীঃ** (০১) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, দিনাজপুর এর ০.১৬৫ একর জমি অধিগ্রহনের গেজেট প্রকাশিত হয়নি বিধায় জেলা প্রশাসকের নামে সংশোধিত রেকর্ড হয়েছে। ফলে রেকর্ড সংশোধনের জন্য স্থানীয় আদালতে দেঃ মোঃ নং-১১/২০১৩ চলমান আছে। উল্লেখ্য, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী অধিগ্রহনের প্রস্তাবমতে জেলা প্রশাসকের চাহিদা অনুযায়ী সমুদয় টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। মামলার পরবর্তী তারিখ ১৯/০৬/১৭	দখল বুঝে নেয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এল,এ কেস নথির ডকুমেন্ট পাঠাতে হবে।	পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি
	(০২) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, ফরিদপুর সদরের ১০ শতক জমির হাল রেকর্ড ব্যক্তি নামে হয়েছে। ফলে রেকর্ড সংশোধনের জন্য দেঃ মোঃ নং-৮৭/১৩ দায়ের করা হয়েছে। মামলার পরবর্তী তারিখ ২৭/০৭/১৭	ডকুমেন্ট সংগ্রহ করতে হবে, না পেলে কৃষি মন্ত্রণালয়কে জানাতে হবে।	পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি

	(০৩) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর মধুপুর, টাঙ্গাইল এর ০.১৭ একর জমি অধিগ্রহনের গেজেট প্রকাশিত না হওয়ায় পরবর্তী জরিপে জেলা প্রশাসকের নামে ০.০৩ একর এবং ব্যক্তিনামে ০.১৪ একর জমি রেকর্ড হয়েছে। ফলে রেকর্ড সংশোধনের মামলা দায়ের করা প্রয়োজন।	ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইবুনালে যথাসময়ে মামল করতে হবে।	পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি
	(০৪) জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ এর নামে রেকর্ডকৃত ০.১১৫০ একর জমির চূড়ান্ত রেকর্ড প্রকাশিত হওয়ার পর ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়ের করা প্রয়োজন। এল এ কেস নং ৩৮/৭৯ বলে জানা যায়	চূড়ান্ত রেকর্ড প্রকাশিত হওয়ার পর ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে মামলা করতে হবে।	পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি
৭.৫	**বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা):** (০১) খাগড়াছড়ি জেলার বিনা'র ০.৩৮ একর জমির মালিকানা দাবী করে রীট পিটিশন নং-২২১২/১২ দায়ের করা হয়েছে। মোকদ্দমার আংশিক শুনানী হয়েছে। বর্তমানে মামলাটি কজলিষ্ট নেই। ক্ষতিপূরণ বেশী পাওয়ার জন্য ২২১৩/১২ মামলা দায়ের করেছেন।	মামলাটি কজলিষ্ট আনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মামলা সংশ্লিষ্ট সকল ডকুমেন্ট ডিএজি'র নিকট প্রেরণ করতে হবে।	ডিজি, বীনা
৭.৬	**বিবিধঃ** (০১) টাস্কফোর্স সভায় নতুন কোন মামলা বা জমি-জমা সংক্রান্ত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার মাধ্যমে কৃষি মন্ত্রণালয়ে ডকুমেন্ট, সারাংশ এবং প্রস্তাব প্রেরণ করার বিষয়ে আলোচনা হয়।	টাস্কফোর্স সভায় জমি-জমা সংক্রান্ত মামলার বিষয় অন্তভুক্তির জন্য সংশিস্নষ্ট দপ্তর/সংস্থার মাধ্যমে কৃষি মন্ত্রণালয়ে ডকুমেন্ট, সারাংশসহ প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরবর্তী সভার ৭দিন পূর্বে মন্ত্রণালয়ে পাঠাতে হবে।	সকল/ দপ্তর সংস্থা
	(০২) টাস্কফোর্স সভার নোটিশ ও কার্যবিবরণী কৃষি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট এ আপ-লোড করা হয় মর্মে জানানো হয়।	(ক) কৃষি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট লিংক বা ই-মেইল হতে টাস্কফোর্স সভার নোটিশ, কার্যপত্র ও কার্যবিবরণী ডাউনলোড করে সভায় উপস্থিত হতে হবে। (খ) সভায়/দপ্তরে কোন কার্যপত্র বা কার্যবিবরণীর হার্ডকপি প্রেরণ/প্রদান করা হবে না। (গ) প্রতি সভার কমপক্ষে ৫ দিন পূর্বে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	সকল/ দপ্তর সংস্থা

৮.০ পরিশেষে সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন ।

(মোঃ সিরাজুল হায়দার), এনডিসি
অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়
ও সভাপতি, সরকারী সম্পত্তি উদ্ধার সংক্রান্ত টাস্কফোর্স।

স্মারক নং-১২.০০.০০০০.০২৮.০৪.১৩.১৭-৩৬৭ তারিখঃ ২৪ /০৬/২০১৭ খ্রি:

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
২। নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউসিল, ফার্মগেট, ঢাকা।
৩। মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা।
৪। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর।
৫। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর।
৬। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
৭। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরমানু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ।
৮। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা।
৯। মহাপরিচালক, জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমী, গাজীপুর।
১০। মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা
১১। নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান), সেচ ভবন, মানিক মিয়া এভি, ঢাকা।
১২। নির্বাহী পরিচালক, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বহরমপুর, রাজশাহী।
১৩। নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা।
১৪। পরিচালক, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা।
১৫। পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা।
১৬। পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর।

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে অনুরোধসহ অনুলিপিঃ

১। মন্ত্রীর একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা- মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবলোকনের জন্য
২। সচিবের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা- সচিব মহোদয়ের সদয় অবলোকনের জন্য
৩। প্রোগ্রামার, কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা-(কার্যবিবরণীটি কৃষি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য)
৪। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও উপকরণ/সম্প্রসারণ/গবেষণা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

(মোঃ হাবিবুর রহমান খান)
উপ-সচিব
ফোনঃ ৯৫৫২৩৭৭।